Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 10-06-2026 18:29 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৬ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। বুধবার ১০ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৬৭ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

সোনিয়া-মমতা সাক্ষাতের পর রাহুল শরণে অভিষেক

বিদ্রোহী শিবিরে এখন ৬৪! 'আমরাই তৃণমূল, কংগ্রেসে মিশছি না', দাবি ঋতব্রতর

মার্কিন হামলায় ধ্বংস একাধিক পানীয় জলের ট্যাঙ্ক, 'তৃষ্ণার্ত' ইরানে হাহাকার

রাজ্য মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টন মুখ্যমন্ত্রীর

অর্থে স্বপন ● স্বাস্থ্যে শারদ্বত ● শিল্প-বাণিজ্যে তাপস ● নিশীথের দপ্তর বদল

দীপঙ্কর দোলাই , নয়া জামানা ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর নতুন সরকারের মন্ত্রীদের দফতর বণ্টনের চূড়ান্ত তালিকা বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর গুরুত্বপূর্ণ একাধিক দফতর নিজের হাতে রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি অভিজ্ঞ ও নতুন মুখের সমন্বয়ে গঠিত মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন দফতরের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে।নতুন মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী-সহ মোট ১৯ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৩ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, তথ্য ও সংস্কৃতি, কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন। এছাড়াও অন্য কোনও মন্ত্রীর কাছে বণ্টন না হওয়া দফতরগুলিও তাঁর

অধীনেই থাকবে।পূর্ণমন্ত্রীদের মধ্যে নিশীথ প্রামাণিককে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন, অশোক কীর্তনীয়াকে খাদ্য ও সরবরাহ ও সমবায়, দিলীপ ঘোষকে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপণন এবং অগ্নিমিত্রা পালকে নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।বিদ্যালয় শিক্ষা, আবাসন এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প ও বস্ত্র দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন দীপক বর্মন। তাপস রায়কে শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ, গণপূর্ত এবং অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থ দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। কৃষি দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুধ কুমার মণ্ডলকে।স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের মধ্যে মালতী রাভা রায় নারী ও শিশু বিকাশ ও সমাজকল্যাণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি এবং কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। রাজেশ মাহাতো প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য চাষ এবং ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া এবং ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের দায়িত্বে থাকবেন।প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। জয়েল মুর্মু আদিবাসী উন্নয়ন ও সেচ ও জলপথ, বিশাল লামা স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা, কৌশিক চৌধুরী বিদ্যালয় শিক্ষা ও দমকল এবং জরুরি পরিষেবা, গার্গী দাস ঘোষ বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস এবং সুমনা সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মহিলা যাত্রী বাড়ছে

নয়া জামানা ঃ ১জুন থেকে সরকারি বাসে ফ্রিতে যাতায়াত শুরু হয়েছে মহিলাদের। এসি, নন-এসি সব ধরনের বাসেই মিলছে সুবিধা। সাত দিন পার। গত সাতদিনের হিসাব বলছে, ১৪ শতাংশ মহিলা যাত্রী বেড়েছে সরকারি বাসে। পরিবহণ দপ্তরসূত্রে খবর, আগে যেখানে সরকারি বাসে মহিলা যাত্রী চড়তেন ৪২-৪৩ শতাংশ, তা বেড়ে এখন হয়েছে ৫৬ শতাংশ। এই বাড়তি ১৪ শতাংশের বেশিরভাগই আবার বেড়েছে সরকারি এসি বাসে। যাঁরা অতীতে কখনও এসি বাসে চড়েননি, তাঁরাও এখন এই বাসের সওয়ারি। এক কথায় সরকারের এই সিদ্ধান্তে ব্যাপক খুশি মহিলারা।

শিশাগোড়ে দুর্নীতি

নয়া জামানা ঃ ফালাকাটার শিশাগোড় বাজারে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ তৃণমূল নেতা পলাশ মণ্ডলের বিরুদ্ধে দোকান বরাদ্দ ও বাজার পরিচালনায় অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন। সম্প্রতি সাধারণ সভায় পুরনো বাজার কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিযোগের তদন্ত ও আর্থিক হিসাব প্রকাশের দাবি উঠেছে। পলাশ মণ্ডলের প্রতিক্রিয়া মেলেনি এখনও।

মোদির সুস্থতা-দীর্ঘায়ু কামনায় পূজা, বৃক্ষরোপণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান

বাবলু রহমান,নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুস্থতা, দীর্ঘ জীবন এবং দেশের মঙ্গল কামনা করে ধূপগুড়ি মহাশ্মশান সংলগ্ন মন্দিরে বিশেষ পূজা ও প্রার্থনার আয়োজন করল বিজেপি। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা।পূজার পাশাপাশি মন্দির চত্বরে বৃক্ষরোপণ, চারাগাছ বিতরণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজও করা হয়। এদিন মন্দিরে পুজো দিয়ে দলের নেতারা জানান, গত ১২ বছর ধরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে। তাঁর হাত ধরেই ভারত আজ বিশ্বের দরবারে নতুন করে নিজের জায়গা তৈরি করছে। তাই প্রধানমন্ত্রী যেন সুস্থ থাকেন, দীর্ঘদিন দেশের নেতৃত্ব দেন এবং দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, সেই প্রার্থনাই করা হয়েছে। এক নেতা বলেন, আমরা

সবাই মিলে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুস্থ থাকুন, দীর্ঘজীবী হোন। তাঁর নেতৃত্বে দেশ আরও উন্নতি করুক, ভারত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক। দেশের জন্য তিনি যেভাবে কাজ করছেন, সেই কাজ যেন আরও বহু বছর ধরে চালিয়ে যেতে পারেন, এটাই আমাদের কামনা। পূজার পাশাপাশি পরিবেশের কথাও মাথায় রাখা হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণে বেশ কয়েকটি গাছ লাগানো হয় এবং স্থানীয় মানুষের হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত নেতাদের কথায়, শুধু উন্নয়নের কথা বললেই হবে না, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বও সকলের। তাই এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিন মন্দিরে এসে দেখা যায়, চারপাশে অনেক জায়গায় আগাছা ও ময়লা-আবর্জনা জমে রয়েছে। এরপরই দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা নিজেরাই হাত লাগিয়ে সেই জায়গা পরিষ্কার করতে শুরু করেন। ঝাঁটা হাতে নিয়ে মন্দির চত্বর পরিষ্কার করতে দেখা যায় তাঁদের। এ প্রসঙ্গে এক নেতা বলেন, এটা হয়তো সরকারি কোনও কর্মসূচির অংশ ছিল না, কিন্তু আমরা যখন দেখলাম জায়গাটা নোংরা অবস্থায় পড়ে আছে, তখন মনে হয়েছে পরিষ্কার করা আমাদেরও দায়িত্ব। তাই আগে জায়গাটা পরিষ্কার করেছি।

বিপাকে অভিষেক

নয়া জামানা ঃ আরও বিপাকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁর বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। ২০১৮ সালের মারধরের ঘটনার জেরে এই এফআইআর। অভিযোগকারীর দাবি, তৃণমূল জমানায় পুলিশে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। এবার সুবিচার মিলবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 10-06-2026 18:29 Page 2

ভারতে ‘কুলিং পভার্টি’র শিকার ৯৫ শতাংশ মানুষ

নয়া জামানা ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহ আরও মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষের কাছে তীব্র গরম থেকে বাঁচার মতো পর্যাপ্ত কোনও ব্যবস্থা নেই। আর এই সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভারত। যেখানে জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ তথাকথিত ‘কুলিং পভার্টি’-র শিকার। এমনটাই জানা গিয়েছে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে। বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা ‘নেচার সাসটেইনেবিলিটি’-তে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্বের ২৮টি দেশের ১০ লক্ষেরও বেশি পরিবারের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন, কোটি কোটি মানুষ মাঝারি মাপের ‘কুলিং পভার্টি’-র মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। একশো কোটি মানুষ সুরক্ষার অভাব সত্ত্বেও নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু কী এই ‘কুলিং পভার্টি’? সহজভাষায় বলতে গেলে, গরম থেকে বাঁচতে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবকেই ‘কুলিং পভার্টি’ বলা হয়।বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কেবল ঘরে একটি এয়ার কন্ডিশনার বা ফ্যান থাকা না থাকার বিষয় নয়। এর পরিধি আরও ব্যাপক। এর মধ্যে রয়েছে; বাড়ির ছাদ ও দেওয়ালের গুণগত মান, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, তাপপ্রবাহের আগাম তথ্য পাওয়ার সুযোগ এবং বাইরে কাজ করার সময় একটু ছায়ায় জিরিয়ে নেওয়ার জায়গার সহজলভ্যতার মতো বিষয়। এ সমস্ত সুবিধা যাঁরা পাচ্ছেন না, তাঁরাই মূলত ‘কুলিং পভার্টি’র শিকার। এর ফলে তাঁরা সহজেই গরমের জনিহ্য ট-স্ট্রোক-সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া (বিশেষত, ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল) সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। এর কারণ হিসেবে ‘ইউরো-মেডিটেরিয়ান সেন্টার অন ক্লাইমেট চেঞ্জ’-এর প্রধান গবেষক জাকোমো ফালচেত্তা জানান, এই অঞ্চলে একদিকে যেমন তীব্র গরম ও বাতাসে অত্যাধিক আর্দ্রতা থাকে। তেমনই এখানে এক বিশাল অংশের মানুষকে খোলা আকাশের নিচে রোদে পুড়ে কাজ করতে হয়।

শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ‘কুলিং পভার্টি’-র সম্মুখীন দেশের মধ্যে ভারতের স্থান সবার উপরে। দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষই এমন এলাকায় বসবাস করেন যেখানে এই ধরনের সুরক্ষার চরম অভাব রয়েছে। জলবায়ু নিয়ে কর্মরত এবং আন্দোলনকারী হারজিৎ সিংয়ের মতে, দক্ষিণ এশিয়া এখন জলবায়ু সঙ্কটের একেবারে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে। এখানে জলবায়ুর রুদ্ররূপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য। ফলে কোটি কোটি দিনমজুর বা বহিরাগত শ্রমিকদের কাছে এসি ঘরে বসে কাজ করার কোনো সুযোগই নেই। পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনধারণ করতে এবং অন্নসংস্থান করতে ৪৫ ডিগ্রি ছাড়ানো গরমেও বাইরে কাজ করতে বাধ্য হন। গবেষকদের মতে, ঘরে ঘরে শুধু এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবহার বাড়ানো এই সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান নয়। কারণ এতে বিদ্যুৎ খরচ ও বিশ্ব উষ্ণতা আরও বাড়বে। এর পরিবর্তে, বাড়ি তৈরির সময় এমন সামগ্রী ব্যবহার করা যাতে প্রাকৃতিকভাবেই ঘর ঠান্ডা থাকে। পাশাপাশি, বাড়ির ছাদে বিশেষ ধরনের সাদা বা প্রতিফলক রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে, যা সূর্যের তাপকে ফিরিয়ে দেয়। এ ছাড়া, শহরে গাছপালার সংখ্যা বাড়ানো এবং সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি উদ্যোগে শীতলীকরণ কেন্দ্র তৈরি করা যেতে পারে। তীব্র গরমে যারা বাইরে কাজ করেন, সেইসব শ্রমিকদের জন্য কাজের সময় পুনর্নির্ধারণ করা এবং কাজের মাঝে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা রাখার মতো পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

তাজমহলের ভেতর বানরদের চুটিয়ে ‘সুইমিং পুল’ পার্টি!

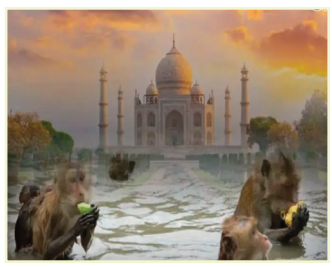

নয়া জামানা ডেক্স ঃ তাজমহল ; পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসেন আগ্রায়। কিন্তু এবার সেই তাজমহল চত্বরের এক অভাবনীয় ও অদ্ভুত দৃশ্য ভাইরাল হল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কোনও রাজকীয় স্থাপত্য বা ইতিহাসের গল্প নয়, বরং এক দল বানরের জলকেলির ভিডিও এখন নেটপাড়ার হট টপিক। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তাজমহল চত্বরের ভেতরে থাকা একটি জলাশয়ের মধ্যে দিব্যি মেজাজে ‘পুল পার্টি’ চালাচ্ছে ওই বানরের দল! এই হাঁসফাঁস গরমে মনের সুখে হুল্লোড় করে সাঁতার কাটতে দেখা গেল ওই একঝাঁক বানরকে।সোশ্যাল মিডিয়ায় হু হু করে ছড়িয়ে পড়েছে নিজেদের ‘কুল’ রাখার জন্য বানরদের এই কীর্তির ভিডিওগুলি। দেখা যাচ্ছে, প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতেই বানরের দলটি তাজমহলের ওই জলাশয়টিকে নিজেদের ব্যক্তিগত সুইমিং পুল বানিয়ে নিয়েছে! একটির পর একটি বানর ওপর থেকে জলের মধ্যে ডাইভ দিচ্ছে, মনের সুখে হাত-পা ছুড়ে সাঁতার কাটছে। কেউ বা একে অন্যকে তাড়া করে জল ছিটিয়ে খেলছে। তাজমহল পরিদর্শনে আসা পর্যটকেরা এমন কাণ্ড দেখে নিজেদের ঘরের ভেতরের ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন তাক করতে দেরি করেননি। অনেকেই এই মজাদার দৃশ্য নিজেদের ফোনে বন্দি করতে জলাশয়টির চারপাশে ভিড় জমান। তবে বানরদের তাতে থোড়াই কেয়ার! মানুষের এই ভিড়কে তোয়াক্কা না করে তারা নিজেদের মতো করেই মজায় ব্যস্ত থাকল। ভিডিওটি একদিকে যেমন অনেককে বিনোদন দিয়েছে, ঠিক অন্যদিকে এই ঐতিহাসিক হেরিটেজ সাইটের নিরাপত্তা এবং বন্যপ্রাণী নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ক্ষুব্ধ নেটিজেনদের একাংশ তাজমহলের মতো আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্রের ভেতরে বন্য বানরের এই অবাধ বিচরণ নিয়ে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং নিরাপত্তা কর্মীদের দিকে আঙুল তুলেছেন।সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, বানরদের ওখানে এভাবে ঢুকতে দেওয়াই উচিত হয়নি। এরা এখানে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করবে, তাজমহল নোংরা করবে এবং আগামী দিনে পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাবে।দ অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, ততাজমহলকে যতটা সুরক্ষিত রাখা উচিত, ততটা রাখা হচ্ছে না ইন্টারনেটে ভিডিওটি ভাইরাল হতেই দাবি করা হচ্ছিল যে, তাজমহলের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে যে বিখ্যাত জলপথ বা প্রধান জলাশয় রয়েছে, বানরগুলো নাকি সেখানেই স্নান করছে। তবে এই দাবি পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছেন তাজমহলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা।আধিকারিকেরা স্পষ্ট করেছেন যে এটি তাজের কোনও মূল জলাশয় নয়।

১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ডিজিটাল যুগে শিশু-কিশোরদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া। তবে এর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগও ক্রমশ বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। সেই কারণেই অস্ট্রেলিয়ার পর এবার কানাডাও ১৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, অনলাইন নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল আসক্তি নিয়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে এই পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।কানাডার নীতিনির্ধারক এবং শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি শিশু-কিশোরদের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। দীর্ঘ সময় ধরে স্ক্রিনের সামনে থাকা, সাইবার বুলিং, ভুয়ো তথ্যের বিস্তার, অনলাইন হয়রানি এবং মানসিক চাপের মতো সমস্যাগুলি দিন দিন বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেন, অল্প বয়সে সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার শিশুদের আত্মবিশ্বাস, পড়াশোনা এবং সামাজিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।এই পরিস্থিতিতে কানাডা সরকার একটি কঠোর নীতি প্রণয়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছে, যার আওতায় ১৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে বয়স যাচাই বাধ্যতামূলক করা হতে পারে। প্রস্তাবিত নিয়মে প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে আরও কঠোর দায়িত্ব নিতে হতে পারে, যাতে অপ্রাপ্তবয়স্করা সহজে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করতে না পারে।এর আগে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের প্রথম দেশগুলির মধ্যে একটি হিসেবে ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে কঠোর বিধিনিষেধ আনার উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক আলোচনা তৈরি করে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, অস্ট্রেলিয়ার পদক্ষেপ অন্যান্য দেশগুলিকেও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করেছে।কানাডার ক্ষেত্রেও মূল লক্ষ্য হল শিশুদের ডিজিটাল পরিবেশকে আরও নিরাপদ করা। সরকারের মতে, প্রযুক্তির সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনই এর ঝুঁকিও রয়েছে। বিশেষ করে অ্যালগরিদম-নির্ভর কনটেন্ট শিশুদের এমন বিষয়বস্তুর সামনে নিয়ে যেতে পারে, যা তাদের বয়সের জন্য উপযুক্ত নয়। ফলে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির উপর আরও কড়া নজরদারি প্রয়োজন।তবে এই প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। অনেকের মতে, সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা সমস্যার একমাত্র সমাধান নয়। বরং শিশুদের ডিজিটাল শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করাই বেশি কার্যকর হতে পারে। প্রযুক্তি সংস্থাগুলিও যুক্তি দিচ্ছে যে, তারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করেছে এবং আরও উন্নত বয়স যাচাই প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে।তবুও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং অনলাইন নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন নতুন নিয়মকানুন তৈরির পথে হাঁটছে। কানাডা যদি আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করে, তাহলে তা আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি শিল্প এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত হতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক বছরে শিশুদের জন্য নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরও অনেক দেশ একই ধরনের পদক্ষেপ বিবেচনা করতে পারে। ফলে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়সভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 10-06-2026 18:29 Page 3

মহিলা নেত্রীর নাম ‘সুতপা’

মানস দাস ● নয়া জামানা

ইংরেজবাজার পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে সকাল হলেই একটি পরিচিত দৃশ্য চোখে পড়ে। গোসাইবাড়ির সামনে ছোট্ট একটি বাগানে বসে থাকেন এক মহিলা।কেউ আসছেন নথিপত্রের সমস্যার সমাধান চাইতে, কেউ চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে, কেউ বা আবার সরকারি প্রকল্পের ফর্ম পূরণ করাতে।সকলের কথা ধৈর্য ধরে শোনেন তিনি,সমাধানের পথও খুঁজে দেন।এলাকার মানুষ তাঁকে কাউন্সিলর বলে যতটা না চেনেন তার চেয়েও বেশি চেনেন ‘পাড়ার দিদি’ হিসেবে।তিনি ইংরেজবাজার পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর সুতপা মুখার্জি।

রাজনীতির পথচলা তাঁর আজকের নয়।দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে কাজ করে মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন তিনি।২০১৪ সালে তৎকালীন মালদা জেলা বিজেপি সভাপতি শিবেন্দু শেখর রায়ের হাত ধরে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা।

মনঞ্জয় ঝা নামে এক বিজেপি কর্মী তাঁকে প্রথম জেলা সভাপতির কাছে নিয়ে যান। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর নতুন পথচলা। সেই সময় তিনি ২২ নম্বর ওয়ার্ড কমিটিতে দায়িত্ব পান এবং ধীরে ধীরে সংগঠনের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করে ফেলেন।

রাজনীতির ময়দানে সাফল্য কখনও সহজে আসে না। সুতপা মুখার্জির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ২০১৪ সালে মণ্ডল সম্পাদিকার দায়িত্ব পান তিনি। পরের বছর ২০১৫ সালে যুব মোর্চার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। একই বছরে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নিলেও কিন্তু সেই পরাজয় তাঁকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। বরং আরও বেশি করে মানুষের মধ্যে কাজ করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ২০১৬ সালে তিনি মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। এরপর সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং নেতৃত্বের দক্ষতার জন্য ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে।বর্তমানে তিনি দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী।উল্লেখ যোগ্য বিষয় হল,তিনি মোট তিনবার এই পদে আসীন হয়েছেন।সংগঠনের অভ্যন্তরে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এবং নেতৃত্বের প্রতি আস্থার প্রমাণ মিলেছে এই ধারাবাহিক দায়িত্বপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে।

রাজনীতির পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।দিনের পর দিন, বছরের পর বছর মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছেন তিনি। কখনও অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন,

কখনও রক্তের প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে এসেছেন।অনেক সময় দেখা গিয়েছে, কোনও পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ নথিতে ভুল রয়েছে।

আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড কিংবা অন্য কোনও সরকারি কাগজপত্রে সমস্যা দেখা দিলে সেই সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি। সাধারণ মানুষের কাজ করে দেওয়াই যেন তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

২০২২ সালের পৌরসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে ২১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সুতপা মুখার্জি। দীর্ঘদিনের জনসংযোগ, মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে নির্বাচিত করেন ওয়ার্ডবাসী। কাউন্সিলর হওয়ার পরেও তাঁর জীবনযাত্রা বা কাজের ধরণে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসেনি।বরং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও বেড়েছে।

গত কয়েক বছরে ২১ নম্বর ওয়ার্ডে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তাঁর উদ্যোগে। এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাট সংস্কার,ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার, রাস্তার আলো বসানোসহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের নানা কাজ সম্পন্ন হয়েছে।দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর করতে তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করেছেন। ফলে ওয়ার্ডের বহু বাসিন্দা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

তবে শুধু উন্নয়নের পরিসংখ্যান দিয়েই সুতপা মুখার্জির জনপ্রিয়তা ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর জনপ্রিয়তার আসল কারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সম্পর্ক। এলাকার কোনও পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে খোঁজ নিতে পৌঁছে যান। কোনও ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার সমস্যা হলে সাহায্যের চেষ্টা করেন। কোনও গরিব পরিবারের চিকিৎসা, রক্ত বা জরুরি প্রশাসনিক সহায়তার প্রয়োজন হলে সবার আগে যার নাম মনে পড়ে তিনি সুতপা মুখার্জি।

বিশেষ করে মহিলাদের কাছে তিনি এক নির্ভরযোগ্য নাম। পারিবারিক সমস্যা থেকে শুরু করে সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে মহিলারা তাঁর কাছে আসেন। তাঁদের কথা শোনেন,পরামর্শ দেন এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক সাহায্যের ব্যবস্থাও করেন।ফলে মহিলা সমাজের মধ্যেও তিনি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে পান, সেই বিষয়েও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম পূরণ থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বহু মানুষকে সাহায্য করছেন তিনি।অনেকেই সরকারি নিয়মকানুন বা আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন নন।

তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তিনি।

২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একাংশের মতে,সুতপা মুখার্জির সবচেয়ে বড় গুণ হল তাঁর সহজলভ্যতা।অধিকাংশ জনপ্রতিনিধিকে প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও সুতপা মুখার্জির ক্ষেত্রে সেই অভিযোগ নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কোনও না কোনওভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখেন তিনি। প্রয়োজন হলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমস্যার খোঁজ নেন।অনেক সময় কাউন্সিলরের দায়িত্বের বাইরে গিয়েও মানুষের পাশে দাঁড়ান।

রাজনীতির ময়দানে মতাদর্শের লড়াই থাকতেই পারে কিন্তু মানবিকতার প্রশ্নে তিনি দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করার চেষ্টা করেন বলে দাবি করেন এলাকার বহু মানুষ। কোনও সাহায্যপ্রার্থী তাঁর কাছে গেলে প্রথমে তিনি মানুষের সমস্যা দেখেন রাজনৈতিক পরিচয় নয়।এই মনোভাবই তাঁকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।সংগঠনকে শক্তিশালী করা,নতুন নেতৃত্ব তৈরি করা এবং মহিলা কর্মীদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি নিয়মিত কাজ করে চলেছেন।জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে মহিলা কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন।

একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ হল মানুষের ভালোবাসা।সেই ভালোবাসার কারণেই আজ তিনি ‘কাউন্সিলর সুতপা মুখার্জি’ পরিচয়ের পাশাপাশি ‘পাড়ার দিদি’ হিসেবেও পরিচিত। ২১ নম্বর ওয়ার্ডে কোনও সমস্যা দেখা দিলে অনেকেই বলেন,

তসুতপা দিদিকে খবর দাও, নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।দ এই বিশ্বাসই তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

নিজের কাজ সম্পর্কে সুতপা মুখার্জির বক্তব্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন, ওয়ার্ডের মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন।তাই সব সময় তাঁদের পাশে থাকা আমার দায়িত্ব। মানুষের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া তাঁদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা একজন কাউন্সিলর হিসেবে আমার নৈতিক কর্তব্য। যতদিন মানুষের আশীর্বাদ থাকবে ততদিন তাঁদের জন্য কাজ করে যাব।

রাজনীতির ব্যস্ততা, সাংগঠনিক দায়িত্ব এবং জনপ্রতিনিধির কাজ সবকিছুর মধ্যেও মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখার যে প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন সেটাই তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে।আর সেই কারণেই ইংরেজবাজার পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে আজও বহু মানুষের মুখে মুখে একটি নাম-সুতপা মুখার্জি,সবার প্রিয় ‘পাড়ার দিদি’।

নয়া জামানা
১০ জুন ২০২৬

মানুষের কাউন্সিলর সুজিত

মানস দাস ● নয়া জামানা

রাজনীতির বর্তমান সময়ে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগের শেষ নেই। কোথাও দেখা যায় নির্বাচনের আগে মানুষের কাছে যাওয়া, আবার জয়ের পর সেই সম্পর্ক ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যাওয়া। কিন্তু এই ব্যতিক্রমী চিত্রই দেখা যায় মালদা জেলার ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে।এখানে কাউন্সিলরের পরিচয় শুধু একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে নয়,বরং একজন অভিভাবক, একজন সহযোদ্ধা এবং মানুষের নির্ভরতার ঠিকানা হিসেবে।তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সুজিত সাহা।২০২২ সালের পৌর নির্বাচনে প্রথমবার জয়লাভ করেই মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।ওয়ার্ডবাসীদের কাছে তিনি এখন শুধু একজন কাউন্সিলর নন, বরং ত্যাছতলার কাউন্সিলরদ হিসেবেই বেশি পরিচিত।

সুভাষপল্লী ঈদগাহ ময়দানের পাশে একটি গাছের তলায় প্রতিদিন চেয়ার পেতে বসেন তিনি।নেই কোনো জাঁকজমকপূর্ণ দলীয় কার্যালয়,নেই ব্যক্তিগত চেম্বার কিংবা নির্দিষ্ট অফিসঘর। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় কিংবা জল সব প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেই মানুষের সমস্যার কথা শোনেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই নিবিড় যোগাযোগই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে।

চার বছরে ৮ কোটি টাকার উন্নয়ন

ওয়ার্ডের উন্নয়নই সুজিত সাহার মূল লক্ষ্য। গত চার বছরে প্রায় ৮ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে।রাস্তা, আলো, নিকাশি ব্যবস্থা,পানীয় জল প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে।

ওয়ার্ডে সবমিলিয়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে দীর্ঘদিনের জলনিকাশির সমস্যার সমাধানে তৈরি হয়েছে প্রায় ১৫০০ মিটার ড্রেনেজ ব্যবস্থা।এর ফলে বর্ষাকালে জল জমার সমস্যা অনেকটাই কমেছে বলে জানান স্থানীয়রা।রাতের অন্ধকার দূর করতে বসানো হয়েছে ১৫৮টি হ্যালোজেন লাইট।পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে স্থাপন করা হয়েছে চারটি হাইমাস্ট টাওয়ার।ফলে ওয়ার্ডের নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে।

পানীয় জলের সমস্যার সমাধানে বড় পদক্ষেপ

পানীয় জল মানুষের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন।সেই বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন কাউন্সিলর সুজিত সাহা।ওয়ার্ডে ২৫০০ মিটার নতুন পাইপলাইন বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৪০০টি নতুন জল সংযোগের জন্য অর্ডার পেয়েছেন এলাকার মানুষ।এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে বহু পরিবার সরাসরি নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা পাবেন।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন দিগন্ত

শুধু রাস্তা বা আলো নয়,স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।নরসিংহ কুপ্পা এবং নেতাজি কলোনি এলাকায় দুটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।এর ফলে সাধারণ মানুষকে ছোটখাটো চিকিৎসার জন্য দূরে যেতে হয় না।বিশেষ করে বয়স্ক ও নিম্নআয়ের মানুষেরা এই পরিষেবার সুবিধা পাচ্ছেন।স্থানীয়দের মতে,এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি চালু হওয়ার পর এলাকার মানুষের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা অনেকটাই কমেছে।

নিজের অর্থে ৩০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন

একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা তাঁর দায়িত্ব।কিন্তু সুজিত সাহার বিশেষত্ব হলো তিনি নিজের ব্যক্তিগত অর্থ থেকেও উন্নয়নের কাজে এগিয়ে এসেছেন।

জানা গেছে,প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তিনি।এর মধ্যে অন্যতম হলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ওয়ার্ডজুড়ে ৫২টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো।

এই ক্যামেরাগুলির মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা হচ্ছে।

মৃত্যুর পরেও পাশে থাকেন কাউন্সিলর

মানুষের জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলির মধ্যে একটি হলো পরিবারের কারও মৃত্যু। সেই সময়েও ওয়ার্ডবাসীর পাশে দাঁড়ান সুজিত সাহা।২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কোনো নাগরিকের মৃত্যু হলে বিনামূল্যে মৃতদেহ বহনকারী গাড়ির ব্যবস্থা করেন তিনি।এতে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারগুলি বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

স্থানীয়দের মতে,এই মানবিক উদ্যোগই তাঁকে সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের থেকে আলাদা করেছে।

প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় নিরন্তর উদ্যোগ

ওয়ার্ডের প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্যও নিয়মিত কাজ করে চলেছেন তিনি।হুইলচেয়ার থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী নিজ উদ্যোগে প্রদান করেন কাউন্সিলর।বহু পরিবার তাঁর এই সহায়তায় নতুন করে জীবনযাপনের সাহস পেয়েছে।প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রশংসিত হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

মেধাবীদের পাশে এক নীরব অভিভাবক

শিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম শক্তি এই বিশ্বাস থেকেই প্রতিবছর ২০ জন দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন সুজিত সাহা।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ এই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার খরচ বহন করেন তিনি।ফলে আর্থিক সমস্যার কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দূর হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দা ত্রিদেব যাদব বলেন,দুস্থ এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেভাবে তিনি কাজ করেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।প্রতি বছর বহু পরিবারের মুখে হাসি ফোটান তিনি।

ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় ভূমিকা

সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সুভাষপল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মন্দির নির্মাণেও পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি।পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

২০২২ সালে তাঁর উদ্যোগেই ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রথমবার রথযাত্রা উৎসবের সূচনা হয়।যা আজ এলাকার অন্যতম বড় সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা শিবপদ চক্রবর্তী বলেন, কাউন্সিলরের মতো মানুষ হয় না। তিনি সবসময় মানুষের পাশে থাকেন। তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার নেই। মানুষের সেবা করাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন।

শিবাশীষ দাসের কথায়,ওয়ার্ডের কেউ বিপদে পড়লে সুজিত দার কাছে গেলেই সমাধান মেলে। মানুষের কাছে তিনি ভগবানের মতো।অশোক রাম বলেন, তাঁর কোনো স্থায়ী অফিস নেই।গাছতলায় বসেই প্রতিদিন মানুষের সমস্যা শুনে সমাধান করেন।এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়।কাউন্সিলর সুজিত সাহা নিজে বলেন,মানুষের ভোটে আমি জয়ী হয়েছি। তাই মানুষের জন্য কাজ করাই আমার প্রধান দায়িত্ব। মানুষের সেবা করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াকে আমি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি। দুর্নীতিমুক্ত, উন্নত ও মানবিক একটি ওয়ার্ড গড়ে তোলাই আমার লক্ষ্য।

রাজনীতির মঞ্চে অনেকেই জনপ্রতিনিধি হন কিন্তু খুব কম মানুষই সাধারণ মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিতে পারেন। ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে সুজিত সাহা সেই বিরল উদাহরণগুলির অন্যতম।

গাছতলায় বসে মানুষের সমস্যা শোনা, ব্যক্তিগত অর্থে উন্নয়নমূলক কাজ করা, অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব নেওয়া এসব উদ্যোগ তাঁকে একজন কাউন্সিলরের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষের আপনজন করে তুলেছে আর সেই কারণেই আজ অনেকের মুখে একটাই কথা-গাছতলার কাউন্সিলর আসলে মানুষের হৃদয়ের কাউন্সিলর।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।